Mechanics of Writing

Paragraph, story, summary, composition ইত্যাদি রচনা/লেখা পরীক্ষায় ভালো গ্রেড পেতে খুব গুরুত্বপ–র্ণ ভূমিকা রাখে। তাই শিক্ষার্থীদের লেখালেখির কৌশল আয়ত্ত করতে হবে। লেখালেখির মানোন্নয়নে নিচের কৌশলগুলো অনুসরণ করা যায় :

Topic নির্বাচন :

লেখা শুরু করার প–র্বে Topicটি নিয়ে কয়েকবার চিন্ত্মা কর। লেখাটি এগিয়ে নিতে ও সুসংবদ্ধ করতে কিছু Key word নির্বাচন কর। তারপর ধারাবাহিকভাবে তা লেখা শুরু কর :

- ম–ল কথাগুলো যৌক্তিক অনুক্রমে উপস্থাপন কর।
- সংক্ষিপ্ত ও বিষয়বস্তুর সাথে সঙ্গতিপ–র্ণ উত্তর দাও, যেন তুমি outline তৈরি করছ (তবে তোমাকে অবশ্যই প–র্ণ বাক্যে লিখতে হবে।)
- ম–ল কথাগুলোর বর্ণনা দাও।
- তোমার যুক্তিকে সমর্থন দিতে বিশেষ কিছু তথ্য ও উদাহরণ ব্যবহার কর।
- স্পষ্টরূপে ও যৌক্তিক অনুক্রমে বিশেষ কিছু কথা উপস্থাপন কর।

সময় পরিকল্পনা কর :

রচনাটির জন্য তোমার হাতে থাকা সময় হিসাব কর এবং একটি সময় পরিকল্পনা ঠিক কর। যেমন : ৩০ মিনিট সময়সীমার মধ্যে লিখতে গেলে তুমি প্রথম ৫ মিনিট ধারণা পেতে, নোট লিখতে ও পরিকল্পনা নিতে ব্যবহার করবে; পরবর্তী ২০ মিনিটের মত সময় লেখার কাজে এবং শেষের কয়েকটি মিনিট revising ও editing এর কাজে লাগাবে। এ বিষয়ে নিশ্চিত থাকবে যে বাস্ত্মবসম্মত সময় পরিকল্পনা করতে হবে – যে পরিকল্পনা তোমার লেখালেখির অভ্যাসের ওপর নির্ভর করবে।

খসড়া/ নোট লেখ :

তুমি কী বলতে চাও তা নির্ধারণ করার আগেই লেখার প্রচেস্টা একটি হতাশাজনক ও সময়-নস্টকারী অভিজ্ঞতা হতে পারে। তাই তোমার জন্য উপযোগী যেকোনো পন্থায় তোমার নোট/ খসড়া লিখতে কয়েক মিনিট সময় নাও; পন্থাগুলো হতে পারে : স্বাধীনভাবে লেখা (freewriting), তালিকা তৈরি (listing) ও মাথা ঘামানো (brainstorming)। সবিস্ত্মারে জানতে চাইলে এই lesson দেখ : How to Generate Ideas

একটি ভালো Introductory বাক্য দিয়ে শুরু কর :

বিশেষত গন্ত্মব্য সম্পর্কে নিশ্চিত না হলে লম্বা Introduction লিখতে সময় নস্ট করো না। আর গন্ত্মব্যের কথা ভাবতে না পারলে একটি নজরকাড়া Introductory sentence ই হবে চমৎকার। যেকোনো ক্ষেত্রে এক বা দুই বাক্যে তোমার ম–লকথাগুলো স্পষ্টরূপে লেখ, আর তারপর বিস্ত্মারিত বর্ণনার সাহায্যে এ ম–লকথাগুলোকে সমর্থন দিতে ও সাজাতে Writing এর বাকি অংশ লেখ।

ম–ল ধারায় থাকো :

যেহেতু তুমি রচনাটি লিখছ, যাতে তুমি ম–ল Topic এর বাইরে চলে না যাও সে ব্যাপারে নিশ্চিত হতে মাঝে মাঝে Topicটি আবার পড়ে নাও। অপ্রাসঙ্গিক তথ্য দিয়ে তোমার Writing টি ভরিয়ে তুলো না।

জানাতে/ অবগত করতে লেখ, মুগ্ধ করতে নয় :

রচনার উদ্দেশ্য ঠিক কর, জাহির করো না। শব্দের অর্থ সম্পর্কে নিশ্চিত না হলে 'জটিল শব্দ' ব্যবহার করো না। তবে সুনির্দিস্ট ও যথোপযুক্ত শব্দ ব্যবহার করো। আর মনে রেখো যে key words অস্পস্ট হলে লম্বা বাক্য কারও নজর কাড়বে না।

ভয় পেয়ো না :

সময় শেষ হয়ে যাচ্ছে মনে হলে ছোট্ট উপসংহার (conclusion) দাও। এমন কি, ম–ল কথা ভালোভাবে ব্যক্ত করলে এক বাক্যের একটি সাদামাটা উপসংহারই যথেস্ট। যাই কর, ভয় না পেয়ে লেখা শুরু কর : শেষের দিকের তাড়াহুড়া করে লেখা রচনার সমাপ্তির দিকের মানের অবনমন ঘটাতে পারে।

Edit কর ও প্রুফ পড় :

লেখা শেষ হলে দীর্ঘ নিশ্বাস নিয়ে শব্দের পর শব্দ ধরে Writing টি পড় : বারবার পড় ও Edit কর। আবার পড়ার সময় তোমার চোখে পড়তে পারে যে তুমি কোনো গুরুত্বপ–র্ণ তথ্য বাদ দিয়েছ কিংবা কোনো একটি Sentence সরানোর দরকার হতে পারে। সতর্কতার সাথে পরিবর্তনগুলো কর। একটি sentence কে নির্দেশ করার জন্য arrow ব্যবহার কর। আর নিশ্চিত হতে হবে যে তোমার editing গুলো স্পস্ট ও

holycrossrajshahi.com

পড়তে সহজ।

চূড়ান্ত ভাবে, সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপদেশ :

বারবার চর্চা কর :

পরীক্ষা শুরুর কয়েক মাস আগেই writing লেখার চর্চা শুরু কর। প্রতি সপ্তাহে অন্তত একটি Practice Composition লেখ। তোমার শিক্ষক ও সহপাঠীদের সাথে তোমার কাজ ভাগাভাগি কর, আর কিছু কার্যকর উপদেশের জন্য তাদের উপর নির্ভর কর।

কীভাবে লেখার ধারণার বিকাশ ঘটানো যায় :

লেখার জন্য শিক্ষার্থীদের দরকার ধ্যানধারণার বিকাশ সাধন, সমন্বয় ঘটানো ও বিনিময়। শিক্ষার্থীরা কখনও কখনও লেখার আগে পরিকল্পনা নাও করতে পারে। এসব শিক্ষার্থী বরং jump করে লেখা শুরু করবে। কিছু শিক্ষার্থীর জন্য এটি গুরুত্বপূর্ণ যে তারা ধীরেসুস্থে লিখবে এবং লেখার পরে তারা কী বলতে চায় তা নিয়ে ভাববে। সাধারণভাবে শিক্ষার্থীদের জানা দরকার যে লেখার কাজটি অতি জরুরি কিছু নয় এবং পরিকল্পনা, চিন্তা ও সংগঠনের প্রক্রিয়াগুলো চূড়ান্ত ফলের মতই গুরুত্বপূর্ণ। তাই কীভাবে ধারণার বিকাশ ঘটানো যায় তা আমরা এখন জানবো।

মাথা ঘামানো :

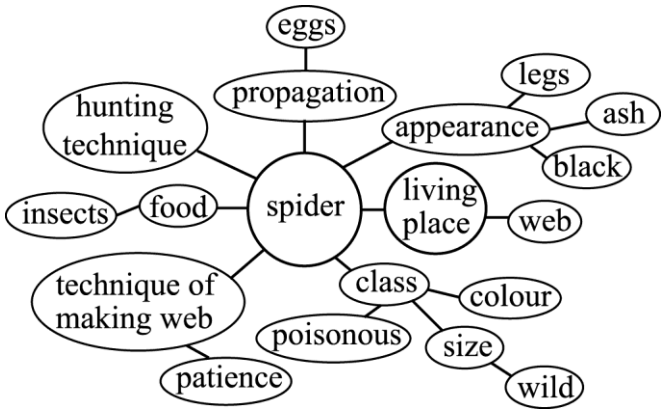
ধারণা নোট করার জন্য মাথা ঘামানো একটি গুরুত্বপূর্ণ দক্ষতা। এর লক্ষ্য হচ্ছে প্রদত্ত একটি Topic এর জন্য সম্ভাব্য উপদাহরণগুলো নিয়ে যথাসম্ভব বড় একটি তালিকা (list) প্রণয়ন। স্বাভাবিকভাবে একটি ধারণা অন্য একটি ধারণার জন্ম দেবে। তাই তা লেখকের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।

মুক্তভাবে লেখা :

Freewriting হচ্ছে তোমার নিজের ধ্যানধারণা ব্যবহার করে কিছু লেখা। নোট লিখতে পাঁচ মিনিট সময় নিতে পারো। এরপর তোমার এই কাজ শেষ হলে লেখার প্রস্তুতিতে তোমার চিন্তাকে সুসংবদ্ধ কর।

মানচিত্র বয়ন :

Cluster Mappingও ধারণার বিকাশ ঘটানোর একটি পন্থা।



শুরুতে পৃষ্ঠার মাঝে তোমার Topic টি লেখ এবং একে বৃত্তাবদ্ধ কর। এরপর তুমি দু'টি দিক-নির্দেশনার একটি ধরে এগুতে পার। যেমন : তোমার Topic যদি spiders হয়, তাহলে প্রশ্ন করতে পার : "What do spiders eat? Where do spides live? What do spiders look like?" প্রতিটি প্রশ্ন কেন্দ্রীয় বিষয়ের সাথে যুক্ত একটি bubble এ লিখতে হবে। এরপর তুমি bubble গুলোকে সারা পৃষ্ঠায় ছড়িয়ে দাও যাতে এরা পরস্পরের সাথে যুক্ত হয়। এরপর, প্রশ্ন ধারণ করা bubble গুলোর সাথে ক্ষুদ্রতর bubble গুলো যুক্ত করে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও। সাধারণভাবে বলতে গেলে, রচনায় প্রতিটি subtopic হবে একটি Paragraph এর অনুরূপ যার সাথে থাকবে উদাহরণ ও গড়ে ওঠা ধারণাটির প্রতি সমর্থন।

সামঞ্জস্য রক্ষা :

Connector ব্যবহার করে রচনাকে সামঞ্জস্যপূর্ণ কর। এসব connector হচ্ছে moreover, besides, however, in addition, nevertheless ইত্যাদি। এসব linker বা connector ব্যবহার তোমার sentence গুলোকে সামঞ্জস্যপূর্ণ করতে সাহায্য করবে।